ইউনিট ১

# সমাজকল্যাণ ও সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়সমূহ

## ভূমিকা

যে বিষয়টি আপনারা পড়তে যাচ্ছেন তার নাম সমাজকল্যাণ। এ বিষয়ের প্রথম ইউনিটটি পড়ে আপনি সমাজকল্যাণ বলতে কি বুঝায়, এর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য এবং উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও পরিধি সম্পর্কে জানতে পারবেন। তাছাড়া সমাজকল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু প্রত্যয়, যেমন- সমাজকর্ম, সমাজ কার্যক্রম, সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি সম্পর্কেও ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে।

**এই ইউনিটের পাঠগুলো হল-**

পাঠ-১.১ ঃ সমাজকল্যাণের উৎপত্তি ও সংজ্ঞা
পাঠ-১.২ ঃ সমাজকল্যাণের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য
পাঠ-১.৩ ঃ সমাজকল্যাণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও পরিধি
পাঠ-১.৪ ঃ সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্ম
পাঠ-১.৫ ঃ সমাজকল্যাণ ও সমাজ সংস্কার
পাঠ-১.৬ ঃ সমাজকল্যাণ ও সমাজ সেবা
পাঠ-১.৭ ঃ সমাজকল্যাণ ও সামাজিক পরিবর্তন
পাঠ-১.৮ ঃ সমাজকল্যাণ ও সামাজিক কার্যক্রম
পাঠ-১.৯ ঃ সমাজকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা
পাঠ-১.১০ ঃ সমাজকল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়ন।

## পাঠ-১.১ ঃ সমাজকল্যাণের উৎপত্তি ও সংজ্ঞা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি**

☞ ১.১ঃ১ সমাজকল্যাণ ধারণাটি কোথা হতে এসেছে তা বলতে পারবেন

☞ ১.১ঃ২ সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।

### ১.১ঃ১ সমাজকল্যাণের উৎপত্তি

মানুষ যখন সমাজ গড়ে তুললো অর্থাৎ সামাজিকভাবে জীবন যাপন শুরু করলো সমাজকল্যাণের উৎপত্তিও ঠিক তখন থেকে। এর আগে মানুষ যখন একাকী কিংবা দল বা গোষ্ঠীগতভাবে বসবাস করতো তখনও মানুষ পরস্পর পরস্পরকে বিপদে-আপদে সাহায্য সহযোগিতা করতে। অর্থাৎ নিজের কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধনের পাশাপাশি মানুষ সেই শুরু থেকেই অন্যের মঙ্গল বা কল্যাণ বিধানের চেষ্টা করে আসছে। অন্যের সমস্যায়, কষ্টে বা দুঃসময়ে এগিয়ে যাওয়া মানুষের যেন সহজাত প্রবৃত্তি। ব্যক্তি একজন মানুষ হিসেবে সহমর্মী হয়ে এবং হৃদয়ের ডাকে অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা করে। দলীয়

ও সমাজ জীবনেও মানুষ দলীয় ও সামাজিকভাবে অন্য মানুষের কল্যাণ বিধানে এগিয়ে যায়। আর এভাবেই মানুষের সমাজে উদ্ভব ঘটে সমাজকল্যাণের।

প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষের সামাজিক জীবন ছিল বেশ সহজ-সরল প্রকৃতির। অনুভূত সমস্যাও তেমন জটিল ছিল না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, কাজও আয়ের অভাব, প্রতিবন্ধকতা, বার্ধক্য ইত্যাদিই ছিল সে সময়ের মানুষদের প্রধান সমস্যা। আর এ থেকে পরস্পরকে রক্ষা করতে সমাজকল্যাণের যে সকল ব্যবস্থা ছিল তার মধ্যে দান-খয়রাত, স্বেচ্ছাশ্রম, সহানুভূতি, সান্তনা, সাহায্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ পর্যায়ে সমাজকল্যাণের প্রকৃতি ছিল প্রধানতঃ তাৎক্ষনিক, আংশিক, অসংগঠিত এবং আবেগ নির্ভর।

পরবর্তী পর্যায়ে, বিশেষ করে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ও অনুশাসন সমাজকল্যাণমুলক কাজকে আরও গতিময় ও বিস্তৃত করে। এ ধরনের কাজকে মানুষ একটি ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজকল্যাণ কর্মকান্ডের প্রকৃতি একই রকম ধারায় চলতে থাকে। একে বলা যায় সনাতনী সমাজকল্যাণ। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে মানুষের উৎপাদন, ভোগ, যাতায়াত- যোগাযোগ, গতিশীলতা, চাহিদা যোগান ইত্যাদিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সেই সাথে জটিল আকার ধারণ করে মানুষের অনুভূত সমস্যাবলী। সম্প্রতিকালের সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকল্যাণ কর্মকান্ডে বেশ সংগঠিত ও দুরদৃষ্টি নিয়ে করা হচ্ছে। একে তাই বলা হয় আধুনিক সমাজকল্যাণ। দেশের বিভিন্ন এনজিও এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সী এধরণের সমাজকল্যাণমুলক কাজ পরিচালনা করে যাচ্ছে বেশ সাফল্যের সাথে।

### ১.১ঃ২ সংজ্ঞা

সমাজ বা জনসমষ্টির সার্বিক মঙ্গল সাধনই হচ্ছে এক কথায় সমাজকল্যাণ। সমাজকল্যাণ এমন কিছু সামাজিক প্রচেষ্টা, ব্যবস্থা, পদ্ধতি বা সংগঠিত কার্যাবলীর সমষ্টি যার মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ বিধান হয়। আবার সমাজকল্যাণ বলতে সুসংঘবদ্ধ সামাজিক প্রচেষ্টার চূড়ান্ত লক্ষ্যকেও বুঝানো হয়। সমাজকর্ম অভিধানে বরার্ট এল বার্কের সমাজকল্যাণের সংজ্ঞায় বলেছে যে, "মানুষের অপরিহার্য সামাজিক, অর্থনৈতিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যগত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রচলিত কর্মসূচি, সুযোগ ও সেবা জাতীয় ব্যবস্থা।" আবার ওয়াল্টার এ ফ্রিডল্যান্ডার উল্লেখ করেছেন যে, "সমাজকল্যাণ হলো সমাজসেবা ও প্রতিষ্ঠানের এমন এক সুসংগঠিত ব্যবস্থা যা ব্যক্তি ও দলকে সন্তোষজনক জীবনমান ও স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক লাভে সহায়তা করে যা তাদের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশে এবং তাদের পরিবার ও জনসমষ্টির চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতি বিধানে সহায়তা করে।" এক কথায়, সমাজকল্যাণ হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত ঐ সকল প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ যার মাধ্যমে মানুষ ব্যক্তিগত, দলীয়, পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে সাচ্ছন্দময় ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করে।

**সার-সংক্ষেপ**

সমাজকল্যাণ এমন এক যৌথ প্রচেষ্টা যার উৎপত্তি সমাজ সৃষ্টির শুরু হতেই। আন্তরিক ইচ্ছাতেই মানুষ অন্যের সাহায্যে এগিয়ে যায়। কিন্তু সামাজিক জীবনে সমাজ সদস্যদের দুঃসময়ে সামাজিক কর্তৃপক্ষ বা সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এতে করে ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টি জীবনে মানুষ লাভ করে কল্যাণ। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজকল্যাণও তার সনাতনী রূপ বদলে আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করেছে।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.১**

**শূন্যস্থান পূরণ করুন -**

১. —— —— মানুষের সামাজিক জীবন ছিল —— —— প্রকৃতির।

২. পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষ করে —— —— ও —— সমাজকল্যাণমূলক কাজকে আরও —— ও —— করে।

৩. সমাজ বা জনসমষ্টির —— —— সাধনই হচ্ছে এক কথায় —— ।

**উত্তরমালা ঃ**

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.১ ঃ শূন্যস্থান পূরণের জন্য মূল পাঠ দেখুন

## পাঠ-১.২ ঃ সমাজকল্যাণের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

☞ ১.২ঃ১ সমাজকল্যাণের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন

☞ ১.২ঃ২ সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্য নির্দেশ করতে পারবেন।

### ১.২ঃ১ সমাজকল্যাণের বৈশিষ্ট্য

বর্তমানে বিশ্বের সবখানে বিশেষ করে বাংলাদেশে সনাতনী ও আধুনিক উভয় প্রকার সমাজকল্যাণমুলক কর্মকান্ড প্রচলিত আছে। সনাতনী বলতে যেমন, ভিক্ষাদান, ব্যক্তিগত সান্তনা, সহমর্মিতা, স্বেচ্ছাশ্রম ইত্যাদিকে ধরা হয়। এগুলো প্রধানতঃ ব্যক্তিগত কিংবা পরিবার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। অন্যদিকে আধুনিক সমাজকল্যাণ তৎপরতা দেশের প্রচলিত আইনের আওতায়, সংগঠিত ভাবে এবং যতটা সম্ভব বিজ্ঞান ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। বিভিন্ন সরকারী সংস্থা, বিশেষ করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং রেজিষ্ট্রিভূক্ত এনজিওদের তৎপরতা এর বাস্তব উদাহরণ। বর্তমানের ফরমাল বা আনুষ্ঠানিক সমাজের প্রেক্ষাপটে সমাজকল্যাণ বলতে আধুনিক সমাজকল্যাণ তৎপরতাকেই স্বীকৃতি দেয়া হয়।

আধুনিক সমাজকল্যাণের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য এর বিভিন্ন সংজ্ঞা হতে পাওয়া যায়। যেমন ঃ

১. **সুসংগঠিত ব্যবস্থা ঃ** বর্তমানে সমাজকল্যাণ কর্মসুচী গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয় সংগঠনের মাধ্যমে। অর্থাৎ বিচ্ছিন্নভাবে নয় বরঞ্চ সুসংগঠিতভাবে সমাজকল্যাণমুলক তৎপরতা পরিচালনা করার জন্য কর্মীদের সচেষ্ট থাকতে হয়।

২. **বিজ্ঞানভিত্তিক ও পরিকল্পিত ঃ** বর্তমানে সমাজকল্যাণ প্রচেষ্টা বিজ্ঞান ভিত্তিতে এবং সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনার চেষ্টা করা হয়। প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সবক্ষেত্রে বিজ্ঞানের আশ্রয় নেয়া হয়।

৩. **সামগ্রীক, সার্বজনীন ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ঃ** আধুনিক সমাজকল্যাণ কর্মসূচি সেবা গ্রহীতার বিশেষ কোন দিক নয় বরঞ্চ সকল দিককে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। এবং বিশেষ কোন শ্রেণীকে নয় বরঞ্চ ধনী- দরিদ্র, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র, গ্রামীণ-শহরে নির্বিশেষে দুঃস্থ মানুষের সেবায় সমাজকল্যাণ সমানভাবে তা থাকে। তাছাড়া বিপদ আসার পরে বা তাৎক্ষণিকভাবে নয়, দূর্যোগ ঘটার আগে থেকেই তা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি থাকা আধুনিক সমাজকল্যাণের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৪. **সক্ষমকারী ও স্বাবলম্বীকরণ ব্যবস্থা ঃ** আধুনিক সমাজকল্যাণ মানুষকে এমনভাবে সহায়তা করে যাতে তারা সক্ষম ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। তারা যাতে তাদের সম্পদের সদ্ব্যবহার করে নিজেদের উদ্যোগে উন্নয়নমুলক কাজ করতে এগিয়ে আসে সে ব্যাপারে সমাজকল্যাণ সমস্যাগ্রস্থ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।

৫. **সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ ঃ** আধুনিক সমাজকল্যাণ সরকারী অথবা বেসরকারী যে কোন উদ্যোগেই পরিচালিত হচ্ছে। তবে স্বেচ্ছামূলক বা বেসরকারী সংগঠনের (এনজিও) মাধ্যমে কাজ করতে হলে সরকারী রেজিস্ট্রেশন নিয়ে কাজ করতে হয়।

৬. **জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন ঃ** বর্তমানে সমাজকল্যাণমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগ্রস্থ বা সেবাগ্রহীতাদেরকে জড়িত করা হয়। অর্থাৎ যাদের জন্যে কর্মসুচি হাতে নেয়া হয়েছে বা যাদেরকে সেবা দেয়া হবে তাদেরকে ঐ সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এতে করে উন্নয়ন স্থায়ী ও কার্যকর হয়।

৭. **বিশেষ নীতিমালাও পদ্ধতি ঃ** আধুনিক সমাজকল্যাণ বিশেষ কিছু নীতিমালা অনুসরণ করে কাজ করে। জাতীয় নীতি, সামাজিক আইন ইত্যাদির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া সেবাদান পর্যায়ে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিও প্রয়োগ করে থাকে।

### ১.২ঃ২ সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্য

সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্য হলো সমাজের মানুষের সবধরণের কল্যাণ বা মঙ্গল সাধন করা। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সমাজের সকল মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যগত ও চিত্তবিনোদনের চাহিদা পুরণে সহায়তা করাই সমাজকল্যাণের মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। সমাজকল্যাণের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো -

১. **মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ ঃ** বিভিন্ন সমাজেই অনেক মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ হয় না। সমাজকল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য হলো মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন, নিরাপত্তা ইত্যাদি মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে সাহায্য করা।

২. **দুঃস্থ, অসহায় ও আর্তমানবতার সেবা ঃ** বিভিন্ন কারণে এবং বিভিন্ন সময়ে মানুষ নানাধরণের সমস্যার মধ্যে পতিত হয়। দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ঝড়-বন্যা-জলোচ্ছাস, খরা ইত্যাদি যখন সমাজে অসহায় করে ফেলে; সমাজকল্যাণের মূল তৎপরতা সে সময় মানুষকে দরকারী সেবা প্রদান করে।

৩. **মানব সম্পদের উন্নয়ন ও স্বাবলম্বী মনোভাব গড়ে তোলা ঃ** বাংলাদেশের মতো সমাজে বহুমানুষ তাদের মেধা-শ্রম-দক্ষতা বিকাশের সুযোগ পায় না। তারা পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। নিজেদের মানবীয় সম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে। সমাজকল্যাণ বিভিন্ন শিক্ষা-প্রশিক্ষণ-কর্মসুচির মাধ্যমে ঐ সকল মানুষকে তাদের মানবীয় সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়। এতে করে মানুষ স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে।

৪. **স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার ও জন অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ঃ** সমাজের প্রচুর সম্পদ অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকে কিংবা সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয় না। তাছাড়া বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী উন্নয়ন কর্মকান্ড স্থানীয় জনগণ অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হয় না। সমাজকল্যাণের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও উন্নয়ন কর্মসুচিতে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া।

৫. **দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও পারস্পারিক সম্পদের উন্নয়ন ঃ** আধুনিক কালে সমাজকল্যাণের বিশেষ একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের মানুষের মধ্যে ইতিবাচক ও পারস্পারিক সহযোগিতামূলক সম্পর্কের উন্নয়ন সাধন করা। সমাজ সদস্যদেরকে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করাও সমাজকল্যাণের লক্ষ্য।

৬. **জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করা ঃ** সমাজকল্যাণ যেহেতু সকল মানুষের জন্য সকল মানুষের সংগঠিত প্রচেষ্টা; তাই সমাজের মানুষের অসময়ে অন্যান্য সমাজবাসীকে সচেতন করা, সংগঠিত করা ও উদ্যোগী করাও সমাজ কল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য। বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজের জন্যেও উদ্দেশ্যটি বেশী প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

৭. **সামাজিক সংস্কার সাধন ও নিরাপত্তা বিধান ঃ** বর্তমান সমাজের বিভিন্ন রীতি-নীতি বা আচার-অনুষ্ঠান যদি মানুষের সত্যিকার কল্যাণ বিধানের পরিপন্থি হয় সেক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ তার সংস্কার সাধনে আগ্রহী হয়। সমাজে একটি সুখ ও স্বস্তিদায়ক অবস্থা প্রতিষ্ঠাও বজায় রাখতে সমাজকল্যাণ বিশেষভাবে তৎপরতা চালিয়ে থাকে। পাশাপাশি, বাংলাদেশর মতো দরিদ্র দুঃস্থ মানুষের দুঃসময়ের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা দানে সমাজকল্যাণ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে।

**সার-সংক্ষেপ**

সমাজকল্যাণ সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের জন্যে সকল মানুষের প্রচেষ্টা। সনাতনী আধুনিক, আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক, সরকারী-বেসরকারী ইত্যাদি ধারায় সমাজ কল্যাণমূলক কর্মসূচি বিশ্ব সমাজে বহুদিন ধরে প্রচলিত আছে। তবে বর্তমানে বিজ্ঞান ভিত্তিতেও আনুষ্ঠানিক ভাবে সমাজকল্যাণ কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। সমাজকল্যাণের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সামাজিক মানুষকে স্বাবলম্বী করার জন্য দরকারী সাহায্য সহযোগিতা ও নিরাপত্তা বিধান করা। স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে সকল মানুষকে তাদের দাযিত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা ও উন্নয়ন কাজে সকলকে জড়িত করা।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.২**

**সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করুন-**

১. সনাতনী সমাজকল্যাণ ব্যক্তিগত কিংবা পরিবার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না।
২. আধুনিক সমাজকল্যাণ সুসংগঠিত ও বিজ্ঞানভিত্তিক।
৩. আধুনিক সমাজকল্যাণ স্বাবলম্বীকরণ নীতিতে বিশ্বাসী নয়।

**শূন্যস্থান পূরণ করুন-**

১. সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্য হলো — — — — বা — সাধন করা।
২. — — সমাজকল্যাণের — একটি উদ্দেশ্য আছে — — মধ্যে — ও — — — — সাধন করা।
৩. বাংলাদেশের মতো — — মানুষের — — ও — দানে সমাজকল্যাণ — ভূমিকা গ্রহণ করে।

**উত্তরমালা ঃ** পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.২

সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন - ১. মিথ্যা, ২. সত্য, ৩. মিথ্যা

শূন্যস্থান পূরণের জন্য মূল পাঠ দেখুন

## পাঠ-১.৩ ঃ সমাজকল্যাণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও পরিধি

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি**

☞ ১.৩ঃ১ সমাজকল্যাণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

☞ ১.৩ঃ২ সমাজকল্যাণের পরিধি নির্দিষ্ট করে বলতে পারবেন।

### ১.৩ঃ১ সমাজকল্যাণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা ঃ

সমাজকল্যাণ মানুষকে অন্যের দুঃসময়ে দরকারী সাহায্য সহযোগিতাদানের উপায় ও কৌশল সম্পর্কে অবহিত ও সক্ষম করে। পাশাপাশি, সমাজকল্যাণ পাঠ করে মানুষ তার সামাজিক দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। সমাজকল্যাণ বিষয়ে পাঠের প্রয়োজনীয়তা হলো ঃ

১. **সমাজ সদস্যদের চাহিদা, সমস্যা ও সম্পদ সম্পর্কে জানার জন্যে ঃ** সমাজকল্যাণ সমাজের মানুষের সাধারণ ও বিশেষ বিশেষ সমস্যা, চাহিদা এবং সম্পদ সম্পর্কে ধারণা দেয়। এ সম্পর্কে জেনে নিলে যে কোন নাগরিকই সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

২. **সমস্যা নির্ণয় ও সমাধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োজন ঃ** বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নির্ণয় ও তা সমাধানে নানা ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক কৌশল সম্পর্কে সমাজকল্যাণ পাঠ করলে জানা যায়। গবেষণা, পরিকল্পনা, তদারকী, মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে সমাজকল্যাণ বিশেষভাবে ধারণা দেয়।

৩. **সম্পদের সদ্ব্যবহার ঃ** উপস্থিত মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন তথা স্বাবলম্বী করে তোলার বিষয়ে সমাজকল্যাণ দরকারী জ্ঞান দান করে।

৪. **উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের আগ্রহসৃষ্টি ও অংশগ্রহণ ঃ** বাংলাদেশের অধিক সংখ্যক মানুষ নিরক্ষর অজ্ঞ, কর্মবিমুখ ও ভাগ্য নির্ভর প্রকৃতির। তাদেরকে সকল প্রকার জড়তা কাটিয়ে আর বৃত্তিমূলক কর্মকান্ডে ও জাতিগঠনমূলক কাজে আগ্রহ সৃষ্টি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণে সহায়তা করা।

৫. **স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ঃ** সমাজকল্যাণ কর্মকান্ড মুলত ঃ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্বের অধীনে পরিচালিত হয়। সমাজকল্যাণ অধ্যায়ন করে জানা যায় কিভাবে এই নেতৃত্বে বিকাশ ঘটে এবং নেতৃত্বের বিকাশ সাধনে সমাজবাসীদের ভূমিকাই বা কি?

৬. **সামাজিক সংস্কার ও সামাজিক আইন প্রণয়ন ঃ** রক্ষণশীল বাংলাদেশী সমাজের বিভিন্ন রীতি-নীতি প্রয়োগের খাতিরে কিভাবে সংস্কার করা যায় এবং দরকারী সামাজিক আইন প্রণয়ন করা যায়, সে বিষয়ে সমাজকল্যাণ উপযুক্ত তথ্য সরবরাহ করে।

৭. **উপযুক্ত সমাজকর্মী সৃষ্টি ঃ** সমাজকল্যাণ অধ্যয়ন করলেই কেবলমাত্র বুঝা যায় যে সমাজের কল্যাণ বা উন্নয়ন আনতে হলে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সমাজকর্মীর। সমাজকর্মী তার পেশাগত মূল্যবোধ উজ্জীবিত হয়ে সমাজের কল্যাণে ঝাপিয়ে পড়ে।

### ১.৩ঃ২ সমাজকল্যাণের পরিধি ঃ

সমাজকল্যাণের পরিধি বেশ ব্যাপক। এক কথায় সমাজের কল্যাণ বিধানের জন্যে বা সমাজের মানুষের মঙ্গলের লক্ষ্যে পরিচালিত সকল কর্মকান্ডই সমাজকল্যাণের আওতাভুক্ত। সনাতনী সমাজকল্যাণের তুলনায় আধুনিক সমাজকল্যাণের পরিধি ব্যাপকভাবে হয়েছে।

নিচে সমাজকল্যাণের পরিধি সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে আলোচনা করা হলো ঃ

১. **সকল মানুষের জন্য সকল মানুষের প্রচেষ্টা ঃ** একথা দিয়ে বুঝানো হচ্ছে যে সমাজকল্যাণের পরিধি সত্যিকার অর্থে সমাজে বসবাসকারী সকল মানুষকে নিয়েই। এ দৃষ্টিতে সমাজের প্রতিজন মানুষই সমাজকল্যাণকর্মী এবং প্রতিটি নাগরিকই এর সেবা গ্রহীতা।

২. **সনাতনী ও আধুনিক কর্মকান্ড ঃ** সমাজকল্যাণের বৃহত্তর পরিসরে ভিক্ষাদান, জাকাত, ফেতরাদান থেকে শুরু করে জাতিসংঘের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত বিজ্ঞানভিত্তিক সেবাকর্ম পর্যন্ত অনুর্ভুক্ত। বর্তমানে বিশ্বে সনাতনী ও আধুনিক উভয় ধরণের কল্যাণমুলক তৎপরতা মানুষ করে যাচ্ছে। এবং এগুলো সবই সমাজকল্যাণের আওতাভুক্ত।

৩. **সরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঃ** বর্তমানে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে কোন একটি এলাকা বা দেশের মধ্যে নয় বরঞ্চ সারা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। আবার সরকারী পর্যায়ের পাশাপশি বেসরকারী বা স্বেচ্ছাসেবী পর্যায়েও এটি পরিচালিত হচ্ছে।

৪. **প্রতিকার, পরিচর্যা, প্রতিরোধ, উন্নয়ন ও এ্যাডভোকেসী ঃ** সমাজকল্যাণের ব্যাপক পরিসরে বর্তমানকালে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমান সমস্যাবলী মোকাবেলার জন্য প্রতিকার ও পরিচর্যামূলক, আসন্ন আগাম সমস্যা প্রতিরোধ এবং সার্বিক সামাজিক উন্নয়ন ও সে লক্ষ্যে এ্যাডভোকেসীমুলক কর্মসূচি এখন সমাজকল্যাণের তালিকাভুক্ত।

৫. **পেশাদার ও অপেশাদার ঃ** সমাজে মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্যে সনাতনী কর্মসূচির পাশাপাশি বর্তমানে পেশাদার সমাজকর্মের উন্মেষ ঘটেছে। তাই সমাজকল্যাণের পরিধিতে সনাতনী, আধুনিক (পেশাদার) এ দুই ধরনের তৎপরতাই অন্তর্ভুক্ত।

৬. **ধর্মীয় এবং স্থানীয় মূল্যবোধ ঃ** সমাজকল্যাণ ইহজাগতিক ও পারলোকিক উভয় ক্ষেত্রের মঙ্গল, উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্যে সমাজকল্যাণ কর্মীদের একাংশ যেমন তৎপর আছে; তেমনি সমাজের বিরাট সংখ্যক মানুষ পারলৌকিক কল্যাণ বা সুবিধা লাভের আশায় বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত থাকে। সমাজকল্যাণের বৃহত্তর পরিসরে উভয় ধরনের কর্মকান্ডই আওতাভুক্ত থাকে।

**সার-সংক্ষেপ**

সমাজকল্যাণ আধুনিক সমাজব্যবস্থার একটি অপরিহার্য কর্মসূচি। সকল দেশেই সমাজকল্যাণ কর্মকান্ড বিদ্যমান। মানুষের মানবিকতাবোধ হতে শুরু করে ধর্মীয় অনুশাসন ও পেশাদারী সেবাদান পর্যন্ত সমাজকল্যাণের পরিধি বিস্তৃত। সরকারী-বেসরকারী, আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমাজকল্যাণ সকল মানুষের কল্যাণ বিধানে সচেষ্ট থাকে। আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজে সমাজকল্যাণ মানব জীবন ও সংস্কৃতির এমন এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে যে, এর মৌলিক দর্শন, কাঠামো ও কর্মকান্ড সম্পর্কিত জ্ঞান প্রতিটি সচেতন নাগরিকের জন্যে আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সমাজের মানুষের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে সমাজকল্যাণ অধ্যয়ন অপরিহার্য।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.৩

**শূন্যস্থান পূরণ করুন-**

১. —— পাঠ করে —— তার —— —— বিষয় —— হয়ে উঠে।

২. বাংলাদেশের —— —— মানুষ —— —— —— ও —— —— প্রকৃতির।

৩. সমাজকর্মী তার —— —— উজ্জীবিত হয়ে —— কল্যাণে —— পড়ে।

**সত্য/মিথ্যা লিখুন -**

১. সমাজকল্যাণের পরিধি বেশী ব্যাপক নয়।

২. সমাজকল্যাণের পরিধিতে সনাতনী ও আধুনিক এই দুই ধরণের তৎপরতা আওতাভুক্ত নয়।

৩. বর্তমান কালে সমাজকল্যাণ বহুমুখী কর্মসূচী পরিচালনা করছে।

**উত্তরমালা ঃ**

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.৩

শূন্যস্থান পূরণের জন্য মূল পাঠ দেখুন

সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন - ১. মিথ্যা, ২. মিথ্যা, ৩. সত্য

## পাঠ-১.৪ ঃ সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্ম

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

☞ ১.৪ঃ১ সমাজকল্যাণের পাশাপাশি সমাজকর্ম প্রাথমিক পরিচিতি তুলে ধরতে পারবেন

☞ ১.৪ঃ২ সমাজকল্যাণের সাথে সমাজকর্মে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ১.৪ঃ১ সমাজকর্ম কি?

সমাজকর্ম হলো আধুনিক সমাজকল্যাণের বিজ্ঞানভিত্তিক ও পেশাগত পদ্ধতি বা কৌশল। এক কথায়, সমাজকর্ম হচ্ছে একটি সক্ষমকারী পেশা; এটি মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করে যাতে করে মানুষ নিজেরাই নিজেদেরকে সহায়তা করতে পারে। সমাজ সৃষ্টির শুরু থেকেই সনাতনী বা অপেশাদারী প্রক্রিয়ায় সমাজকল্যাণমূলক তৎপরতা সমস্যাগ্রস্থ মানুষকে সহায়তা করে আসছিল। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পরে সৃষ্ট জটিল মনের সামাজিক ও বহুমাত্রিক সমস্যা সমাধানে প্রচলিত প্রক্রিয়া প্রায় অচল হয়ে পড়ে। সামাজিক মানুষের চাহিদার প্রতি সাড়া দিয়ে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সমাজকল্যাণ ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে উদ্ভব ঘটে পেশাগত সমাজকর্মের।

জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (যুক্তরাষ্ট্রের নাসা) তাদের সর্বশেষ সংজ্ঞায় উল্লেখ করেছে যে, "সমাজকর্ম হলো ব্যক্তি; দল ও সমষ্টির সদস্যবৃন্দ যাতে করে তাদের সামাজিক কর্মকান্ড যথাযথভাবে পালন করতে পারে সেজন্য তাদের নিজেদের সামর্থ বৃদ্ধি অথবা পুনরুদ্ধার করে এবং সে লক্ষ্যে অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করার একটি পেশাগত তৎপরতা।" আবার, সামাজিক অভিধান উল্লেখ করেছে যে, "সমাজকর্ম মানুষকে সাহায্য করার এমন একটি ফলিত বিজ্ঞান যার মাধ্যমে মানুষ ফলপ্রসুভাবে তাদের মনো-সামাজিক কাজকর্ম সমাধান করতে পারে।" তাই, সংজ্ঞাগুলো হতে বলা যায় যে, সমাজকর্ম হচ্ছে একটি ফলিত বিজ্ঞান ও পেশাগত প্রক্রিয়া যা মানুষের ব্যক্তিগত দলীয় ও সমষ্টিগত ক্ষেত্রে নিজস্ব শক্তি-সামর্থ বাড়ানো ও পুনরুদ্ধার করা এবং অনুকূল সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলায় সাহায্য করে; এতে করে মানুষ তার স্বাভাবিক ও বঞ্চিত সামাজিক জীবন যাপন করতে পারে।

### ১.৪ঃ২ সমাজকল্যাণের সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক

সমাজকল্যাণের সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। এককথায়, সমাজকল্যাণ হলো সমাজকর্মের লক্ষ্য এবং সমাজকর্ম হলো বিজ্ঞানভিত্তিক ও পেশাগতভাবে সমাজকল্যাণ সাধনের পদ্ধতি সনাতনী সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রের নয়, বরঞ্চ আধুনিক সমাজকল্যাণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো সমাজকর্ম। এদের মধ্যকার সম্পর্ক এভাবে দেখা যায়;

১. কার্যকর সমাজকল্যাণ সাধনের জন্যে সমাজকর্ম বিষয়ে জ্ঞান-দক্ষতা অভিজ্ঞতা অর্জন অপরিহার্য। যে কোন মানুষই সমাজের কল্যাণমূলক কাজ করতে পারে।

২. সমাজকল্যাণমূলক কাজ সমাজের যে কোনো পেশাদার কিংবা অপেশদার ব্যক্তি সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু সমাজকর্ম সম্পূর্ণ পেশাগত একটি উদ্যোগ।

৩. আধুনিক সমাজকল্যাণের তৎপরতা বিজ্ঞান ভিত্তিতে করা হয়। কিন্তু সনাতনী সমাজকল্যাণ ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, মানবিকতাবোধসহ বিভিন্ন উদ্দীপনায় করা হয়ে থাকে। তবে পেশাদারী সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা মূলত পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে কাজ করেন।


**সার-সংক্ষেপ**

বর্তমান সমাজে সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্ম পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। সমাজকর্ম হলো কার্যকর ও বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজকল্যাণ সাধনের একটি পেশাগত পদ্ধতি। চলমান সামাজিক উন্নয়নের এক পর্যায়ে সৃষ্ট জটিল মনো-সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় গতানুগতিক সমাজকল্যাণ যখন অপারগ হয়ে পড়ে তখন উদ্ভব ঘটে পেশাদার সমাজকমের্র। সময়ের চাহিদার প্রতি সাড়া দিয়েই সমাজকর্ম বিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত হয়। সমাজকর্ম একটি সক্ষমকারী পেশা। সামাজিক সম্পর্ক লাভে সমাজকর্ম মানুষের সামর্থ বৃদ্ধি করে এবং এ লক্ষ্যে অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। সমাজকল্যাণ হচেছ সমাজকর্মের লক্ষ্য; আর সমাজকর্ম হলো সমাজকল্যাণ সাধনের অন্যতম প্রক্রিয়া।


### পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.৪

সত্য/মিথ্যা লিখুন-

১. সমাজকর্ম সক্ষমকারী একটি পেশা।

২. পেশাগত সমাজকর্মের উদ্ভব হয় বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে।

৩. সমাজকর্ম হচ্ছে একটি ফলিত বিজ্ঞান।

উত্তরমালা - ১. সত্য, ২. মিথ্যা, ৩. সত্য

## পাঠ-১.৫ ঃ সমাজকল্যাণ ও সমাজ সংস্কার

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

☞ ১.৫ঃ১ সমাজ সংস্কার কি তা বলতে পারবেন।

☞ ১.৫ঃ২ সমাজকল্যাণের সাথে সমাজ সংস্কারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ১.৫ঃ১ সমাজ সংস্কার কী?

সংস্কারের মধ্য দিয়েই সমাজের ক্রমউন্নতি সাধিত হচ্ছে। সমাজে শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতামূলকভাবে বসবাসের জন্যে মানুষ গড়ে তুলেছে বিভিন্ন রীতি-নীতি, আইন-কানুন, ব্যবস্থা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। কিন্তু যখন এ সকল উপাদানের কোনটি মানুষের কল্যাণের পরিপন্থি হয় কিংবা কল্যাণ বিধানে অপারগ হয়ে পড়ে তখন সমাজ সদস্যরা এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন করে। এই পদক্ষেপেই হলো সামাজিক সংস্কার। বর্তমানকালে সমাজ সংস্কারের প্রতিফলন দেখা যায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের মাধ্যমে। যেমন- মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১, যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ ইত্যাদি।

সমাজকর্ম অভিধানের ভাষায়, বৃহত্তর সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা বা বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও প্রথা পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া হলো সমাজ সংস্কার।" সাধারণত প্রচলিত সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠান, আইন ইত্যাদি যখন ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে তখন সংশ্লিষ্ট জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং সমাজে বৈষম্য, নৈরাজ্য ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সামাজিক শৃংখলা ফিরিয়ে আনা, ন্যায় বিচার ও সমতা বিধান এবং ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের সম্মিলিত তৎপরতাকে সমাজ সংস্কার বলে চিহ্নিত করা হয়। এ ধরনের পদক্ষেপ সংখ্যাঘরিষ্ট জনগণ, সরকার তথা রাষ্ট্রের সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা থাকে।

### ১.৫ঃ২ সমাজকল্যাণের সাথে সমাজ সংস্কারের সম্পর্ক

সমাজকল্যাণের সাথে সমাজ সংস্কারের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। এক দৃষ্টিতে এরা পরস্পরের পরিপূরক ও বটে। এদুটো প্রত্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক হলো ঃ

১. সমাজকল্যাণ প্রচলিত সামাজিক নীতি ও আইনকে সামাজিক সেবায় রূপান্তরিত করে মানুষের কল্যাণ বিধান করে। আর সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক নীতি ও আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়।

২. সমাজ সংস্কার নির্দিষ্ট বা সীমিত ক্ষেত্রের পরিবর্তন ও সংশোধনের সচেষ্টা থাকে কিন্তু সমাজকল্যাণের পরিধি অনেক ব্যাপক। এক অর্থে সমাজ সংস্কার সমাজকল্যাণেরই অন্তর্ভুক্ত একটি উদ্যোগ।

৩. আধুনিক সমাজকল্যাণ ও সমাজ সংস্কার উভয়েই জনগণকে অবহিত, সচেতন, সক্রিয় ও সক্ষম করার মধ্য দিয়ে সামাজিক সুবিচার ও মঙ্গল আনয়নে সমানভাবে কাজ করে।

৪. সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং সংস্কার শেষে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সমাজকল্যাণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ দৃষ্টিতে বর্তমানকালে বাঞ্ছিত সামাজিক সংস্কার সাধনে সমাজকল্যাণ পরিকল্পিতভাবে সহযোগিতা করে।

**সার-সংক্ষেপ**

সমাজ সংস্কার সামাজিক উন্নয়ন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার অন্যতম একটি পদক্ষেপ। মানব সমাজের আজকের এ উন্নত অবস্থায় পৌঁছার পেছনে কাজ করছে সমাজ সংস্কার। প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থায় সমাজ সদস্যদের কোন অংশ যখন ক্ষতিগ্রস্থ ও বঞ্চিত হয় তখন প্রচলিত আইন ও প্রতিষ্ঠানের সমাজকল্যাণ এ তৎপরতায় সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করায় মানুষ বাঞ্ছিত মঙ্গল লাভ করে। তাই দেখা যায় যে, সমাজকল্যাণ ও সমাজ সংস্কার পরস্পর পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

### পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.৫

সত্য/মিথ্যা লিখুন-

১. সমাজ সংস্কার হল পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধনের পদক্ষেপ।

২. মুসলিম পারিবারিক আইন - ১৯৬৫।

৩. সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে বাঞ্চিত পরিবর্তন সম্ভব।

৪. সংস্কার সাধনে কারও সমর্থন ও সহযোগিতার প্রয়োজন নেই।

**উত্তরমালা -** ১. সত্য, ২. মিথ্যা, ৩. সত্য, ৪. মিথ্যা।

## পাঠ-১.৬ ঃ সমাজকল্যাণ ও সমাজসেবা

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- ☞ ১.৬ঃ১ সমাজসেবা কি তা বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ ১.৬ঃ২ সমাজকল্যাণের সাথে সমাজসেবার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ১.৬ঃ১ সমাজসেবা কী?

সাধারণ ভাষায় সমাজের বিশেষ সমস্যা বা অসুবিধাগ্রস্থ শ্রেণীর কল্যাণে গৃহীত কার্যাবলীকে সমাজসেবা বলে। আরও স্পষ্ট করে বললে, মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকারী সব ধরনের সংগঠিত কার্যাবলীই হচ্ছে সমাজসেবা। সমাজকর্ম অভিধানের ভাষায়, "সমাজে মানুষের স্বাস্থ্য ও সার্বিক কল্যাণ বিধানে সমাজকর্ম এবং অন্যান্য পেশাধারীদের তৎপরতাই হচ্ছে সমাজসেবা।

সামাজিক কল্যাণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম হলো সমাজ সেবা। সমাজকর্ম যেমন সমাজকল্যাণের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া; সমাজকল্যাণ যেমন সমাজকর্মের লক্ষ্য, তেমনি সমাজ সেবা হলো সমাজের কল্যাণ বিধানে সমাজকর্মীদের গৃহীত কর্মসুচি বা কার্যক্রম। সমাজ সেবার উদ্দেশ্য হলো সমাজে মানুষের দরকারী নিরাপত্তা বিধান, সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন ও সংরক্ষণ এবং ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার সহায়তা করা। সমাজ সেবা সরকারী কিংবা বেসরকারী যে কোন উদ্যোগেই পরিচালিত হতে পারে। সমাজ সেবা সাধারণত কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে পরিচালিত হয়। এর আওতাভূক্ত হলো;
ক) সামাজিক নিরাপত্তা খ) সামাজিক বীমা গ) সামাজিক সাহায্য ঘ) জনস্বাস্থ্য, ঙ) শিক্ষা চ) শিশু কল্যাণ ছ) শ্রম কল্যাণ, জ) প্রবীন কল্যাণ ঝ) চিত্তবিনোদন, ঞ) সংশোধন, ট) বাসস্থান, ঠ) আয় বৃদ্ধি ইত্যাদি।

### ১.৬ঃ২ সমাজকল্যাণের সাথে সমাজ সেবার সম্পর্ক

সমাজকল্যাণ ও সমাজ সেবাকে অনেকেই একই বলে মনে করেন। বাস্তবে এরা খুবই ঘনিষ্ট এবং কর্মক্ষেত্রে পরস্পর নির্ভরশীল। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক হলো ঃ

১. সমাজকল্যাণ হলো লক্ষ্য আর সমাজ সেবা হলো ঐ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে গৃহীত কর্মসুচী।
২. সরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগে এবং সংগঠিতভাবে সমাজসেবা কর্মসুচি হাতে নেয়া হয় ও বাস্তবায়ন করা হয় সামাজিক মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গল বিধানের জন্যে।
৩. সমাজসেবা সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এবং সমস্যাগ্রস্থ বিশেষ বিশেষ শ্রেণীকে সহায়তা দানের জন্যে সংগঠিত কার্যক্রম হাতে নেয়। কিন্তু সমাজকল্যাণমুলক কাজ সংগঠিত এবং অসংগঠিত কিংবা আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সকল প্রকারেরই হতে পারে।
৪. সমাজসেবা বর্তমান বিশ্বের সকল রাষ্ট্রেই একটি অন্যতম সরকারী কর্মসুচি হিসেবে প্রচলিত আছে।
৫. সমাজ সেবার তুলনায় সমাজকল্যাণের পরিধি অনেক ব্যাপক। অন্যকথায়, সমাসেবার পরিধি সমাজকল্যাণের আওতাভুক্ত।

**সার-সংক্ষেপ**

সমাজ সেবা আধুনিক সমাজকল্যাণের কর্মসুচি হিসেবে বিবেচিত। সমাজের বিশেষ কোন জন অংশ যখন কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্থ বা সমস্যায় পতিত হয়; ঐ জনঅংশের সার্বিককল্যাণের জন্যে সমাজ সেবামুলক কর্মসুচি হাতে নিয়ে সমাজসর্মীরা তৎপরতা পরিচালনা করে। তবে সমাজকর্ম ছাড়াও অন্যান্য পেশাজীবীরাও সমাজ সেবামুলক তৎপরতার সাথে জড়িত থাকেন। সমাজ সেবা হলো আধুনিক, আনুষ্ঠানিক ও সুসংগঠিত কর্মসুচি যার মাধ্যমে মানুষের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের কল্যাণ বা মঙ্গল অন্যতম একটি সরকারী কর্মসুচিও বটে। তবে বেসরকারী পর্যায়েও সমাজ সেবা কার্যক্রম সবখানে পরিচালিত হচ্ছে।

### পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.৬

সত্য/মিথ্যা লিখুন-

১. সমাজসেবা হলো একটি সংগঠিত কার্যাবলী।
২. মানব সম্পদ উন্নয়নে সমাজসেবার কোন ভূমিকা নেই।
৩. সমাজসেবা হলো সমাজের কল্যাণ বিধানে সমাজকর্মীদের গৃহীত কর্মসূচী।
৪. সমাজসেবা সরকারী ও বেসরকারী উভয় উদ্যোগে পরিচালিত হয়।

**উত্তরমালা -** ১. সত্য ২. মিথ্যা. ৩. সত্য ৪. সত্য

## পাঠ-১.৭ ঃ সমাজকল্যাণ ও সামাজিক পরিবর্তন

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

- ☞ ১.৭ঃ১ সামাজিক পরিবর্তন কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ☞ ১.৭ঃ২ সামাজিক পরিবর্তনের কারণ বলতে পারবেন
- ☞ ১.৭ঃ৩ সমাজকল্যাণের সাথে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক তুলে ধরতে পারবেন।

### ১.৭ঃ১ সামাজিক পরিবর্তন কী?

সামাজিক পরিবর্তন হলো সামাজিক কাঠামো, রীতি-নীতি, মুল্যবোধ, কর্মকান্ড, সম্পর্ক ইত্যাদির রদবদল বা রূপান্তর। পরিবর্তশীলতা সমাজের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। প্রাণী হিসেবে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছিল সমাজে। আর নানা ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে মানুষের সমাজ। সমাজকর্ম অভিধানের ভাষায়, "সময়ের আবর্তে সমাজের আদর্শ মুল্যবোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনে যে ভিন্নতার সৃষ্টি হয় তাই সামাজিক পরিবর্তন।" সমাজে পরিবর্তন এমন একটি ঘটনা যা বিভিন্ন প্রাকৃতিক, সামাজিক, আচরণগত এবং এমনকি আধ্যাত্মিক কারণের সংমিশ্রণে সংঘটিত হয়ে থাকে। পরিবর্তনের কারণ একটি নয় বরঞ্চ বহুমাত্রিক।

সমাজে পরিবর্তন একটি অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক ঘটনা। এ পরিবর্তন দু'ভাবে ঘটতে পারে। যেমন-

১. **প্রকৃতিগত সামাজিক পরিবর্তন ঃ** এ পরিবর্তন প্রাকৃতিক, প্রতিবেশগত ও স্বাভাবিক। সমাজে এ ধরনের পরিবর্তনের ফলশ্রুতি ইতিবাচক, নেতিবাচক অথবা মিশ্র হয়ে থাকে। সেকারণে একে সামাজিকভাবে বাঞ্ছিত পরিবর্তন বলে বিবেচনা করা হয়। সনাতনী ও গ্রামীণ সমাজে এ ধরনের পরিবর্তন ঘটে থাকে। এ সমস্ত সমাজ একারণে থাকে অনুন্নত।

২. **পরিকল্পিত পরিবর্তন ঃ** পরিকল্পিত পরিবর্তন আধুনিক ও উন্নত সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সামাজিক পরিবর্তনের নেতিবাচক ফলাফলের হাত হতে রক্ষা পাওয়া এবং কাংখিত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে সামাজিক কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিত ভাবে সমাজে বিভিন্ন পরিবর্তন সাধন করে থাকেন। পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রকৃতিগত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে পরিকল্পিত পরিবর্তন সমাজে ঈপ্সিত উন্নয়ন সাধন ও কল্যাণ বিধান করতেই সমাজে বিভিন্ন পরিবর্তন সাধন হতো কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সামাজিক পরিবর্তনের মূলে এসেছে যৌক্তিক ও উদ্দেশ্যপূর্ণ পরিকল্পনা।

### ১.৭ঃ২ সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

সামাজিক পরিবর্তন একক কোন কারণ নয় বরঞ্চ একাধিক কারণের সংমিশ্রণে সংঘটিত হয়। তবে সময়কে এক্ষেত্রে বেশী তৎপর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্যান্য কারণগুলো হলো ঃ

ক) ভৌগলিক বা প্রাকৃতিক কারণ
খ) জনসংখ্যার আকার ও প্রকৃতি
গ) রাজনৈতিক অবস্থা
ঘ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
ঙ) শিক্ষা ও সংস্কৃতি
চ) ধর্মীয় অবস্থান
ছ) বৈজ্ঞানিক আবিস্কার ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ইত্যাদি।

## ১.৭ঃ৩ সমাজকল্যাণের সাথে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক

সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজকল্যাণের সম্পর্ক পরস্পর নির্ভরশীল। সমাজ সৃষ্টি এবং সামাজিক পরিবর্তনের এক পর্যায়ে সমাজকল্যাণের উদ্ভব ঘটে। প্রাচীন কাল হতে আজ অবধি সামাজিক পরিবর্তনের প্রতি প্রয়োজনীয় সাড়া প্রদান করেই সারা বিশ্বে সমাজকল্যাণ কর্মসুচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

**প্রথমত** ঃ সমাজের স্বাভাবিক ঘটনাক্রমে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটে তার মধ্যে যেটুকু অবাঞ্ছিত তা মোকাবেলায় সমাজকল্যাণ মানুষকে সাহায্য করে।

**দ্বিতীয়ত** ঃ বাঞ্ছিত সামাজিক পরিবর্তন সাধনের জন্যে সমাজকল্যাণ পরিকল্পনার মাধ্যমে অগ্রসর হয়।

**তৃতীয়ত** ঃ সামাজিক যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে যে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয় তা মোকাবেলায় সমাজকল্যাণ সমাজ সদস্যদের সহায়তা করে।

**চতুর্থত** ঃ সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সামাজিক কাঠামো, ব্যবস্থা, রীতি-নীতি, সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ভাঙ্গন ও বিশৃ *খলার দেখা দেয়। একারণে জন্ম হয় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাজকল্যাণ সামাজিক সমস্যা* মোকাবেলা করে স্বাভাবিক সামাজিক জীবন যাপনে মানুষকে সাহায্য করে।

**সার-সংক্ষেপ**

সামাজিক পরিবর্তন হলো মূলতঃ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রূপান্তর বা রদবদল। সামাজিক প্রতিষ্ঠান, কাঠামো, রীতি-নীতি, কলা-কৌশল, সম্পর্ক, সমস্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। তবে সামাজিক পরিবর্তন সমাজের একটি স্বাভাবিক ঘটনা। পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সমাজ জীবিত, সচল ও ক্রম-উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যায়। আর এ পরিবর্তন হতে পারে প্রকৃতিগত সামাজিক পরিবর্তন; যা বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত হতে পারে। তবে বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধনের জন্যে সচেষ্ট থাকে। অপরিকল্পিত না প্রকৃতিগত সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকল্যাণ যেমন মানুষকে সাহায্য করে; তেমনি পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় খাপ খাইয়ে চলাও সহায়তা করে। এ জন্যে সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সমাজকল্যাণকে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত করে দেখা হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.৭

সঠিক উত্তরে পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সামাজিক পরিবর্তন হলো সামাজিক কাঠামোর -
   ক. রদবদল/রূপান্তর　খ. রীতি-নীতি　গ. প্রক্রিয়া
২. পরিবর্তনশীলতা সমাজের অন্যতম একটি -
   ক. কাজ　খ. বৈশিষ্ট্য　গ. মূল্যবোধ
৩. পরিবর্তনের কারণ একটি নয় বরঞ্চ -
   ক. দুইটি　খ. বহুমাত্রিক　গ. পাঁচটি
৪. বঞ্চিত সামাজিক পরিবর্তন সাধনে সমাজকল্যাণ অগ্রসর হয় -
   ক. দ্রুত গতিতে　খ. ধীর গতিতে　গ. পরিকল্পনার মাধ্যমে
৫. সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজকল্যাণের সম্পর্ক পরস্পর -
   ক. নির্ভরশীল　খ. বিপরীতমুখী　গ. সম্পূরক

**উত্তরমালা ঃ** ১. ক. রদবদল/রূপান্তর, ২. খ. বৈশিষ্ট্য, ৩. খ. বহুমাত্রিক, ৪. গ. পরিকল্পনার মাধ্যমে, ৫. ক. নির্ভরশীল

## পাঠ-১.৮ ঃ সমাজকল্যাণ ও সামাজিক কার্যক্রম

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি**

☞ ১.৮ঃ১ সামাজিক কার্যক্রম কি তা বলতে পারবেন

☞ ১.৮ঃ২ সমাজকল্যাণের সাথে সামাজিক কার্যক্রমের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ১.৮ঃ১ সামাজিক কার্যক্রম কী?

সামাজিক কার্যক্রম সামাজিক উন্নয়ন সাধন ও কল্যাণ বিধানের অন্যতম হাতিয়ার। সমাজের কোন রীতি-নীতি, ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি যখন ক্ষতিকর হিসেবে দেখা দেয় কিংবা সমাজ সদস্যদের কোন অংশ বিশেষ কোন কারণে সুবিধা বঞ্চিত হয় তখন ঐ ক্ষেত্রে দরকারী সংশোধণ বা সংস্কার সাধনের জন্য সামাজিক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। সামাজিক কার্যক্রম আসলে সামাজিক সংস্কারের বিশেষ হাতিয়ার। সামাজিক মানুষকে নিয়ে সামাজিক মানুষের কল্যাণের জন্যে সমাজবাসীর যৌথ উদ্যোগই হলো সামাজিক কার্যক্রম।

এ প্রসঙ্গে সমাজকর্ম অভিধান উল্লেখ করেছে যে, "সামাজিক কার্যক্রম হলো নির্দিষ্ট কোন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দরকারী প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন সাধন, সামাজিক কোন সমস্যা সমাধান, অবিচার সংশোধন, অথবা মানুষের জীবনমান উন্নয়নের এক যৌথ উদ্যোগ। সমাজ কল্যাণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীগণ, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, ধর্মীয় নেতা, সামরিক বাহিনী অথবা নির্দিষ্ট সমস্যাটির সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্থ জনগণ সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নেয় এবং উপকৃত হয়।" এক কথায়, সামাজিক কার্যক্রম হলো সুচিন্তিত ও সুসংগঠিত প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আইন, নীতি, প্রশাসন ইত্যাদির প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংস্কার এনে সামাজিক পরিবেশের উন্নতি সাধন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক জীবন যাপনে জনগণকে সহায়তা করা হয়।

আধুনিক সমাজে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনার জন্যে পরিকল্পিতভাবে সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সামাজিক কার্যক্রমের অন্যতম হাতিয়ার হলো জনমত। সমাজকল্যাণ কর্মসূচির অনেকটাই সামাজিক কার্যক্রমের ওপর নির্ভরশীল।

### ১.৮ঃ২ সমাজকল্যাণের সাথে সামাজিক কার্যক্রমের সম্পর্ক

সামাজিক কার্যক্রমের সাথে সমাজকল্যাণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সামাজিক কার্যক্রমকে সমাজকল্যাণের সম্পূরক শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে।

**প্রথমত** ঃ সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তা নিরসনে দরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে। আর সামাজিক কার্যক্রমের সাফল্য এনে দেয় সামাজিক কল্যাণ।

**দ্বিতীয়ত** ঃ সমাজকল্যাণ যেমন সমাজের সকল মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে সকল মানুষের প্রচেষ্টা তেমনি সামাজিক কার্যক্রমেও সামাজিক মানুষের সুসংগঠিত উদ্যোগে সকল মানুষের সামঞ্জস্যপূর্ণ যাপনের সহায়ক প্রচেষ্টা।

**তৃতীয়ত** ঃ সমাজকল্যাণ সামাজিক আইনের আওতায় সমাজবাসীর কল্যাণ বিধানে সচেষ্ট। সামাজিক কার্যক্রমের প্রধান ও অন্যতম লক্ষ্যই হলো সংশ্লিষ্ট সমাজ সদস্যদের জন্যে লাগসই আইন প্রণয়ন বা সংশোধনে কাজ করা।

**চতুর্থত** ঃ সমাজকল্যাণের মতো সামাজিক কার্যক্রমেও জনমত, তথ্য ব্যবস্থা, পরিকল্পিত পরিবর্তন, সামাজিক গতিশীলতা, জন অংশগ্রহন, আইন প্রণয়ন, সংস্কার সাধন ইত্যাদির ওপর পর্যাপ্ত গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

**পঞ্চমত** ঃ সামাজিক সমস্যা, সামাজিক কার্যক্রম, সামাজিক সংস্কার, সামাজিক নীতি ও আইন প্রণয়ন, বাঞ্ছিত সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ এগুলো ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলে।

**সার-সংক্ষেপ**

সমাজবাসীদের নিয়ে সামাজিক মানুষের কল্যাণের জন্যে সমাজসদস্যদের যৌথ উদ্যোগ হলো সামাজিক কার্যক্রম। সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা, বাঞ্ছিত সামাজিক চাহিদা পূরণ, প্রচলিত রীতি-নীতি সংশোধন ও সামাজিক সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সচেতন গোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা হলো সামাজিক কার্যক্রম। সামাজিক কার্যক্রম সমাজ সংস্কারকে বেগবান ও পরিচালনা করে এবং দরকারী নীতি ও আইন প্রণয়নে সহায়তার মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ বিধান করে। সমাজকল্যাণের সম্পুরক হিসেবে সামাজিক কার্যক্রম জনমত সংগঠিত করে এগিয়ে চলে।

### পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.৮

**শূন্যস্থান পূরণ করুন -**

১. সামাজিক কার্যক্রম আসলে সামাজিক —— বিশেষ —— হাতিয়ার।

২. সামাজিক কার্যক্রম মানুষের —— উন্নয়নের এক —— উদ্যোগ।

৩. ক্ষতিগ্রস্থ জনগণ —— —— গ্রহণের উদ্যোগ নেয়।

৪. আধুনিক সমাজে —— পরিবর্তন আনয়নে সামাজিক কার্যক্রম গৃহীত হয়।

৫. সামাজিক কার্যক্রমের অন্যতম —— হলো জনমত।

উত্তরমালা (শূন্যস্থান পূরণ)

১. সংস্কারের, হাতিয়ার

২. জীবনমান, যৌথ

৩. সামাজিক কার্যক্রম

৪. কাংখিত

৫. হাতিয়ার

## পাঠ-১.৯ ঃ সমাজকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি**

☞ ১.৯ঃ১ সামাজিক নিরাপত্তা ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন

☞ ১.৯ঃ২ সমাজকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা মধ্যকার সম্পর্ক তুলে ধরতে পারবেন।

### ১.৯ঃ১ সামাজিক নিরাপত্তা কী?

মানুষের অন্যতম চাহিদা হলো সামাজিক নিরাপত্তা। প্রাণী হিসেবেই কেবল নয়, সমাজে স্বাভাবিকভাবে বসবাসের জন্যেও মানুষের প্রয়োজন নিরাপত্তা। বিশেষ করে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের নিরাপত্তা। সমাজ সদস্যদের নিরাপত্তা প্রদানের মুল দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের। প্রাথমিকভাবে পরিবার তার সদস্যদেরকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান করে। তবে সামাজিক নিরাপত্তা বলতে অসুবিধাগ্রস্থ মানুষকে তার স্বাভাবিক জীবনমান বজায় রেখে বসবাসের জন্যে রাষ্ট্র, সমাজ বা কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত নিশ্চয়তা বিধানকারী কর্মসূচিকে বুঝানো হয়।

সমাজকর্ম অভিধানের  ভাষায়, “অসুস্থতা, বেকারত্ব, উপার্জনক্ষম পরিবার সদস্যের মৃত্যু, বার্ধক্য ও প্রতিবন্ধকতা, নির্ভরতা ইত্যাদি সাধারণ জীবন বিপর্যয় হতে সদস্যদের রক্ষা কল্পে সমাজ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হলো সামাজিক নিরাপত্তা।” সংকীর্ণ অর্থে অক্ষম, অসহায় ও অসুবিধাগ্রস্থ ব্যক্তিদের জন্যে রাষ্ট্র বা সমাজ কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা ও সমর্থন হলো সামাজিক নিরাপত্তা। উইলিয়াম বিভারিজ বলেছেন যে, সামাজিক নিরাপত্তার মূল কথা হলো, “ব্যক্তি যতক্ষণ কর্মক্ষম থাকবে ততক্ষণ তাকে কাজ দেয়া এবং যখন সে কাজ করতে পারবে না তখন তার আয়ের ব্যবস্থা করা।” মোট কথা হলো, সামর্থের বাইরে থাকার কারণে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যখন বিপর্যয় বা সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন ঐ অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্যে রাষ্ট্র ও সমাজ  কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার সমষ্টি হলো সামাজিক নিরাপত্তা।

বলা হয়ে থাকে যে, সামাজিক নিরাপত্তা হলো রাষ্ট্রীয় একটি অর্থনৈতিক কর্মসূচি। শিল্প বিপ্লবের পর এ ধারণাটির উম্মেষ ঘটে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এ বিষয়ে চিন্তা চেতনা ও উদ্যোগ ঘনীভুত হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর কার্যকরভাবে এর প্রচলণ শুরু হয়। ইংল্যান্ডের বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের শেষ দিকে রাষ্ট্র কর্তৃক সর্বপ্রথম সার্বিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়।

### ১.৯ঃ২ সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ

সামাজিক নিরাপত্তা আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থারই অন্যতম একটি কর্মসূচি। তবে বর্তমানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচছা ও উদ্যোগের সাথে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এক্ষেত্রে সম্পৃক্ত হয়েছে। এ অবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন,

**ক.** **সামাজিক সাহায্য ঃ** এটি প্রথম ও প্রাচীনতম সামাজিক নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা। সমাজ বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব বা দান নির্ভর এ ব্যবস্থার আওতায় সেবা লাভের জন্যে গ্রহীতাকে আগে ভাগে কোন অবদান বা অনুদানের দরকার হয় না। বরঞ্চ মানুষ যখন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, বেকারত্ব, শারীরিক-মানসিক সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, বিধবা, এতিম ইত্যাদি অবস্থায় পতিত হয়ে দুঃস্থ অসহায় হয়ে পড়ে তখন সমাজ ও রাষ্ট্র তাদের সেবায় এগিয়ে আসে এবং সামাজিকভাবে নিরাপত্তা প্রদান করে। এক্ষেত্রে সরকারের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ মন্ *ণালয়* দু'টোর কর্মসূচি ও বিভিন্ন এনজিওর তৎপরতা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। মুলত ঃ মানুষের বিশেষ অবস্থায় সৃষ্ট দারিদ্র দুর করা ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করাই হলো এ ধরনের কর্মসূচির লক্ষ্য। তবে যেহেতু এটি দান নির্ভর কর্মসূচি তাই সেবা গ্রহণকারীর প্রত্যক্ষ আইনগত অধিকার তেমনটা থাকে না। যে রাষ্ট্র বা সমাজ যত বেশী অনুন্নত সেখানে এ ব্যবস্থার প্রচলন তত বেশী।

খ. **সামাজিক বীমা ঃ** এ ব্যবস্থায় সেবা গ্রহণকারীকে অনিশ্চয়তা ঘটার আগেই নির্দিষ্ট হারে অবদান বা চাঁদা (প্রিমিয়াম) প্রদান করতে হয়। এটি ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীভিত্তিক উভয়ই হতে পারে। রাষ্ট্র বা সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠনের মাধ্যমেও এ ব্যবস্থায় সেবা প্রদান করা যায়। এখানে সেবা গ্রহণকারীর পূর্ণ আইনগত অধিকার নিশ্চিত থাকে। উন্নত রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সার্বিক সামাজিক বীমা ব্যবস্থার প্রচলন। এতে করে সমাজ সদস্যরা পরিকল্পিতভাবে দুর্যোগ ও বিপর্যয় মোকাবেলার সুযোগ পায়। অবসরকালীন পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গোষ্ঠী বীমা, কল্যাণ তহবিল, গ্রাচুইটি, জীবন বীমা ইত্যাদি ও কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

গ. **সমাজসেবা ঃ** মানুষের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধানে তাদের সামর্থ ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন ও সংরক্ষণ এবং ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে সমাজসেবা সহযোগিতা করে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে এটি পরিচালিত হয়ে থাকে এবং এর লক্ষ্য সুদূর প্রসারী। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুকল্যাণ, যুব কল্যাণ, প্রবীনকল্যাণ, নারীকল্যাণ, সংশোধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন *ণালয় ও এনজিও যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করে তা মূলত সমাজ সেবামূলক।*

### ১.৯ঃ৩ সমাজকল্যাণের সাথে সামাজিক নিরাপত্তার সম্পর্ক

সমাজকল্যাণের সাথে সামাজিক নিরাপত্তা ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। সত্যিকার অর্থে, সমাজকল্যাণের উদ্ভব হয়েছে নিরাপত্তাহীন মানুষকে সেবা প্রদানের লক্ষ্য নিয়েই। আধুনিক সভ্যসমাজে সামাজিক নিরাপত্তাকে সমাজকল্যাণের সাথে একযোগে চিন্তা করা যায়। বস্তুত, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকলেই কেবল সমাজকল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ আধুনিক সমাজকল্যাণ কর্মসূচি সামাজিক নিরাপত্তাবিধানের মাধ্যমেই সর্বাধিক করা যায়।

**প্রথমত** ঃ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় মোটামুটি সম্প্রতিকালের। আগে নিরাপত্তা বলতে দাননির্ভর সমাজকল্যাণ বা সমাজসেবা তৎপরতাকেই বুঝানো হতো। বর্তমানে উন্নত সমাজে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে সমাজকল্যাণ আধুনিক রূপ লাভ করেছে।

**দ্বিতীয়ত** ঃ আগেকার সমাজকল্যাণ কর্মসূচিতে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উভয় প্রচেষ্টা থাকলেও সামাজিক দিককে বেশী গুরুত্ব দেয়া হতো। সামাজিক নিরাপত্তা মানুষের আয় ও অর্থনৈতিক দিকে জোর বেশী দেয়াতে সমাজকল্যাণের গুরুত্বও বেড়ে গেছে।

**তৃতীয়ত** ঃ সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার সম্পৃক্ততা মানব সম্পদ উন্নয়ন, সম্পদের সুষম বন্টন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

**চতুর্থত** ঃ সমাজকল্যাণ কর্মসূচিতে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংশ্লিষ্টতা মানুষের মনো-সামাজিক নিশ্চয়তা, স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতি সাধন সহজতর হয়েছে।

**সার-সংক্ষেপ**

সমাজের মানুষের অক্ষমতা, দুঃস্থতা, প্রতিবন্ধকতা ও বিপর্যয় মূহুর্তে রাষ্ট্র ও সমাজকর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা ও সমর্থনদানের ব্যবস্থা হলো সামাজিক নিরাপত্তা। শিল্প বিপ্লব ও দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের সকল রাষ্ট্রে পর্যায়ক্রমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রচলন ঘটেছে। বেসরকারী পর্যায়েও এ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। প্রধানতঃ সামাজিক সাহায্য, সামাজিক বীমা ও সমাজ সেবা কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা মানুষকে প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক সেবা দিয়ে থাকে। সমাজকল্যাণের পরিপূরক হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তাকে বিবেচনা করা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তার প্রচলন সমাজকল্যাণকে আধুনিক রূপ পরিগ্রহে সহায়তা করেছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.৯

সঠিক উত্তরে পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সমাজে স্বাভাবিকভাবে বসবাসের জন্য মানুষের প্রয়োজন -
ক. খাদ্য খ. বাসস্থান গ. নিরাপত্তা

২. সমাজ সদস্যদের নিরাপত্তা প্রদানের মূল দায়িত্ব হলো -
ক. সমাজের খ. রাষ্ট্রের গ. পরিবারের

৩. "ব্যক্তি যতক্ষণ কর্মক্ষম থাকবে ততক্ষণ তাকে কাজ দেওয়া এবং যখন সে কাজ করতে পারবে না তখন তার আয়ের ব্যবস্থা করা" - উক্তিটি কার?
ক. উইলিয়াম বিভারিজ খ. ফ্রিডল্যান্ডার গ. এইচ. বি, ট্রেকার

৪. সামাজিক নিরাপত্তা হলো রাষ্ট্রের একটি -
ক. অর্থনৈতিক কর্মসূচী খ. সামাজিক কর্মসূচী গ. রাজনৈতিক কর্মসূচী

৫. সর্বপ্রথম কোন দেশ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী হাতে নেয় -
ক. আমেরিকা, খ. ফ্রান্স গ. ইংল্যান্ড।

উত্তরমালা - ১. গ. নিরাপত্তা, ২. খ. রাষ্ট্রের, ৩. ক. উইলিয়াম বিভারিজ, ৪. ক. অর্থনৈতিক কর্মসূচী, ৫. গ. ইংল্যান্ড।

### সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করুন -

১. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী তিন ভাগে বিভক্ত।
২. সামাজিক সাহায্য প্রথম ও প্রাচীনতম সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নয়।
৩. যে রাষ্ট্র বা সমাজ যত বেশী অনুন্নত সেখানে সামাজিক সাহায্য প্রচলন তত বেশী।
৪. উন্নত রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সার্বিক সামাজিক বীমা ব্যবস্থার প্রচলন।
৫. মানুষের সামর্থ ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন ও সংরক্ষণে সমাজসেবা সহযোগীতা করে না।

উত্তরমালা (সত্য-মিথ্যা নির্ণয়)
১. সত্য ২. মিথ্যা ৩. সত্য ৪. সত্য ৫. মিথ্যা

### শূন্যস্থান পূরণ করুন -

১. সমাজকল্যাণের সাথে —— নিরাপত্তা —— সংশ্লিষ্ট।
২. আধুনিক —— কর্মসূচী সামাজিক —— মাধ্যমেই সর্বাধিক করা যায়।
৩. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী —— ব্যবস্থাপনায় মোটামুটি —— ।

**উত্তরমালা ঃ** ১. সামাজিক, ঘনিষ্ঠভাবে, ২. সমাজকল্যাণ, নিরাপত্তা বিধানের, ৩ রাষ্ট্রীয়, সম্প্রতিকালের।

## পাঠ-১.১০ ঃ সমাজকল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়ন

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

☞ ১.১০ঃ১ সামাজিক উন্নয়ন কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।

☞ ১.১০ঃ২ সমাজকল্যাণের সাথে সামাজিক উন্নয়নের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ১.১০ঃ১ সামাজিক উন্নয়ন কী?

সামাজিক উন্নয়ন হলো সমাজসদস্যদের জীবন-মান ও সন্তুষ্টির ইতিবাচক পরিবর্তন প্রক্রিয়া। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সমান্তরালে সামাজিক উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা করা হয়। উন্নয়ন মূলতঃ একটি আপেক্ষিক ধারণা। এটি ইতিবাচক হলেও সীমাহীন। আজকে যে অবস্থাকে উন্নত বলা সময়ের ব্যবধানে কালকেই তাকে অনুন্নত বলে বিবেচনা করা হবে। জেমস মিজলের মতে, "অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারার গতিশীলতায় সামগ্রিকভাবে জনগনের জীবন-মানের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পিত সামাজিক  পরিবর্তন সাধনের প্রক্রিয়া হলো সামাজিক উন্নয়ন।"

সামাজিক উন্নয়ন প্রত্যয়টি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর আওতায় সমাজের আর্থ-সাংস্কৃতির, রাজনৈতিক, আধ্যত্মিক ইত্যাদি সকল কর্মকান্ড অন্তর্ভূক্ত। এর মাধ্যমে মানুষের জীবন মানের সাথে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সাহিত্য, স্থাপত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, উৎপাদন ও বন্টন, আদর্শও মুল্যবোধ, জন্ম ও মৃত্যু, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সবকিছুকেই বিবেচনা করা হয়। সামাজিক উন্নয়ন ভৌত বা কাঠামোগত এবং গুণগত উভয় ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তবে জাতিসংঘের বিবেচনায় সামাজিক উন্নয়নের মুখ্য উপাদান তিনটি। যেমন ঃ

**ক)** দারিদ্র বিমোচন **খ)** সুযোগ ও সম্পদের ন্যায্য বন্টন **গ)** গণ অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি করা।

বিশদভাবে, সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপ্তি তথা লক্ষ্য হচ্ছে মোট ন'টি ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করা। এগুলো হলো, জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, আশ্রয় পরিবেশ, দূর্যোগ মোকাবেলা  অপরাধ নিয়ন্ *ণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধান।* বাস্তবে সামাজিক উন্নয়নের স্তর বেশ কিছু সূচক বিবেচনা করে নির্দিষ্ট করা হয়। অর্থাৎ একটি সমাজ দেশ বা অঞ্চল সামাজিকভাবে উন্নত কিনা তা কিছু নির্দেশক বা বিষয়ের অবস্থানের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়। এগুলোর মধ্যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও পুষ্টি, বাসস্থান, অপরাধ ও সংশোধন, চিত্তবিনোদন, নিরাপত্তা, আয়ু, প্রত্যাশা ও শিশুমৃত্যু, দুর্যোগ মোকাবেলা, নারী মর্যাদা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য তবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে পৃথকভাবে দেখা যায় না। এরা পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত এবং একটি অন্যটির জন্যে অত্যাবশ্যক। সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতীয় উন্নয়নের জন্যে এ দু'টি ক্ষেত্রের সমান্তরাল অগ্রগতির কোন বিকল্প নেই।

### ১.১০ঃ২ সমাজকল্যাণের সাথে সামাজিক উন্নয়নের সম্পর্ক

সমাজকল্যাণ সাধিত হয় সামাজিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে। উন্নয়ন যেহেতু মানুষের ইতিবাচক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন, তাই এর মাধ্যমেই আসতে পারে সামাজিক কল্যাণ।

**প্রথমত** ঃ সমাজকল্যাণ চায় সামাজিক মানুষের উন্নত জীবন মান নিশ্চিত করতে। সামাজিক উন্নয়নের গতিধারাও ঐ একই দিকে ধাবিত।

**দ্বিতীয়ত** ঃ সমাজকল্যাণের ব্যাপক পরিধিতে সামাজিক উন্নয়ন তৎপরতা অন্তর্ভূক্ত। আধুনিক সমাজকল্যাণে বিশ্বাস করা হয় যে উন্নয়নের স্বাভাবিক স্রোতধারা হতে ছিটকে পড়া জনগণের মাঝে কল্যাণ বিধান করতে হলে প্রথমেই এদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন বা দরকারী উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

**তৃতীয়** ঃ কার্যকরভাবে সমাজে কল্যাণ বিধান করতে হলে সমাজকর্মীদেরকে সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, কৌশল ও মূল্যায়ন বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা রাখতে হয়। তাই একথা বলা চলে যে, সমাজকল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়ন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

**সার-সংক্ষেপ**

জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম দিক- সামাজিক উন্নয়ন মূলতঃ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত জীবন মান অর্জনে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট থাকে। এটি সুপরিকল্পিত এবং সীমাহীন। সামাজিক উন্নয়ন ভৌত ও গুণগত উভয় দিকেই হয়ে থাকে। সামাজিক সদস্যদের স্বাস্থ্যগত দিক হতে শুরু করে নিরাপত্তা পর্যন্ত্য এর পরিধি বিস্তৃত। বেশ কিছু সূচক বা নির্দেশকের মাধ্যমে একটি অঞ্চলের সামাজিক উন্নয়নের স্তর নির্দিষ্ট করা হয়। সমাজকল্যাণের সাথে এর সম্পর্ক অত্যন্তঘনিষ্ট। সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার প্রধান পূর্বশর্তই হলো সামাজিক উন্নয়ন।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.১০**

সঠিক উত্তরে পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. উন্নয়ন মূলতঃ
   ক. আপেক্ষিক ধারণা খ. ইতিবাচক ধারণা গ. নেতিবাচক ধারণা।

২. সামাজিক উন্নয়নের আওতায় যে সকল কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত -
   ক. শুধু অর্থনৈতিক খ. শুধু রাজনৈতিক গ. কোনটিই নয়।

৩. জাতিসংঘের বিবেচনায় সামাজিক উন্নয়নের মূখ্য উপাদান -
   ক. তিনটি খ. দুইটি গ. চারটি।

৪. সমাজকল্যাণ সামাজিক মানুষের নিশ্চিত করতে চায় -
   ক. উন্নত জীবন মান খ. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি গ. সামাজিক মর্যাদা।

৫. সমাজকল্যাণ উন্নয়নের স্বাভাবিক স্রোতধারা হতে ছিটকে পড়া জনগণের জন্য যে প্রচেষ্টা ঘটাতে চেষ্টা করে তা হলো -
   ক. নেতৃত্বের বিকাশ খ. ইতিবাচক পরিবর্তন গ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

৬. সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার প্রধান পূর্বশর্তই হলো -
   ক. অর্থনৈতিক উন্নয়ন খ. সামাজিক উন্নয়ন গ. রাজনৈতিক উন্নয়ন।

**উত্তরমালা -**

১. ক. আপেক্ষিক ধারণা, ২. গ. কোনটিই নয়, ৩. ক. তিনটি,
৪. ক. উন্নত জীবন মান, ৫. খ. ইতিবাচক পরিবর্তন, ৬. খ. সামাজিক উন্নয়ন ।

## রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। সমাজকল্যাণের উৎপত্তি সর্ম্পকে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
২। সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা দাও।
৩। সমাজকল্যাণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী?
৪। সমাজকল্যাণের মূল উদ্দেশ্যগুলো কী?
৫। সমাজকল্যাণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী?
৬। সমাজকল্যাণের পরিধি নির্দেশ কর।
৭। সমাজকর্ম কী?
৮। সমাজকল্যাণের সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক নির্ণয় কর।
৯। সমাজ সংস্কার বলতে কি বুঝ?
১০। সমাজকল্যাণের সাথে সমাজসংস্কারের সম্পর্ক নির্দেশ কর।
১১। সমাজসেবা কী?
১২। সমাজকল্যাণের সাথে সমাজসেবার সম্পর্ক চিহ্নিত কর।
১৩। সামাজিক পরিবর্তন বলতে কি বুঝ?
১৪। সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ কী?
১৫। সমাজকল্যাণের সাথে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক আলোচনা কর।
১৬। সামাজিক কার্যক্রম কী?
১৭। সমাজকল্যাণের সাথে সামাজিক কার্যক্রমের সম্পর্ক নির্ণয় কর।
১৮। সামাজিক নিরাপত্তা বলতে কি বুঝ?
১৯। সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ কী কী?
২০। সমাজকল্যাণের সাথে সামাজিক নিরাপত্তার সম্পর্ক নির্দেশ কর।
২১। সামাজিক উন্নয়ন ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
২২। সমাজকল্যাণের সাথে সামাজিক উন্নয়নের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

## সংক্ষিপ্ত -উত্তর প্রশ্ন ঃ

১। সমাজকল্যাণ কী?
২। সমাজকল্যাণের বৈশিষ্ট্যগুলো কী?
৩। সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যগুলো কী?
৪। সমাজকর্ম কী?
৫। সমাজসংস্কার কাকে বলে?
৬। সমাজসেবা বলতে কি বুঝ?
৭। সামাজিক পরিবর্তন কী?
৮। সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলো কী?
৯। সামাজিক কার্যক্রম কী?
১০। সামাজিক নিরাপত্তার কী?
১১। সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ কী?
১২। সামাজিক উন্নয়ন কী?